একটি কবিতার মুহুর্ত

রাণা মুখোপাধ্যায়

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল দীপা। দীপা মানে ওভাল চশমার নীচে দুটি উজ্জ্বল চোখ, দীপা আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, দীপা মানে কলেজে পড়ানো, দীপা মানে গলায় দূরবীন ঝুলিয়ে জঙ্গলের পথে হেঁটে যাওয়া। দীপা এসব ভাবছিলো, মানে অন্যের চোখে সে কেমন অথবা অপরে তাকে কি মনে করে। অথবা হয়ত এটা তার নিজেরই ভাবনা। চারপাশে উঁচু পাহাড় আর এই সশব্দ জলপ্রপাত। দীপা দাণভাবে উপভোগ করছিল নিজেকে এই কনকনে শীতভরা পরিবেশে। বন্ধুরা থাকলে বলত 'নারসিসাস'। শীতের হাওয়া শরীর কাঁপিয়ে দিলে দীপা জিনসের প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। বাঁহাতে বাইনোকুলার চোখে লাগালো। সামনে বরফ মোড়া হিমালয়ের চুড়া। বাড়িতে কেউ কখনও ভেবেছে এই পরিবেশে দীপাকে। হাসি পায় তার। কিন্তু বড় শীত যে।

সামনে জ্বলছে দাউ দাউ কাঠ ফায়ার প্লেসে। সালোয়ার কামিজে চকচকে দীপা ইজি চেয়ারে, গায়ে শালে আগুন যেন রং, চোখে হালকা নীল রিমলেস রিডিং গ্লাস। হাতে বোদলোয়ার,-ইংরাজি অনুবাদে - ফ্লার দু ম্যাল। ছাপা লাইনগুলো যেন আবছা। সামনের টিপয়ের ওপর তার প্রিয় স্কচ। (নিজেকে কি তার ত দত্ত মনে হচ্ছে)- বইটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, চশমাটা কপালের ওপর তুলে ইজিচেয়ার থেকে উঠে গ্লাসে ঢাললো তরল। গ্লাসটা ঠোঁটে লাগিয়ে সিপ্ করল। একটা গরমভাব যেন শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। জ্বলল একটা সিগারেট। জানলার সার্সি তুলে দেখল তুষারপাত হচ্ছে বাইরে। এমন সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল- ডিং ডং। জানলার কাছ থেকে মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে এসে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখলো দীপা। কেউ নেই। এত বড় হোটেল-মারো গুলি। মদের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে স্পঞ্জের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টেলিফোনের রিসিভারে মুখ রাখা। ম সার্ভিসে কথা হয়ে গেল। টাইম কাটছে না। পিএ ইন্ডাস্ট্রীজের ডিরেক্টরকে অনেকেই বারণ করেছিল- এভাবে একা বিদেশ বিভুঁই-এ আসতে। দীপা হাসল। জীবনে কোনদিন পিছন ফিরে তাকায় নি সে। আস্তে আস্তে শরীরটা হালকা হয়ে আসছে, মাথাটা একটু ভার, নেশা হচ্ছে। আঃ কি রকম লাগছে যেন- আমার মন কেমন করে। মদ খেলেই কি মন কেমন করে। আপাততঃ তার নীলের কথা মনে পড়ছে (হাজার হলেও মেয়েতো)। আলিয়ঁস প্রসেজের ক্লাস পালিয়ে লেকের জলে তীব্রবেগে নৌকা চালিয়ে যাওয়া। নীলের খুব প্রিয় খেলা। বাইচ।

নীলের সঙ্গে পরিচয় পর্বটা- টেবিলের ওপর গ্লাসটা আবার ভরে উঠল তরল স্কচে। এক চুমুক, তারপর একটা নিটে পাঁচের স ধোঁয়ার লাইন ধরে ঝুলতে আরম্ভ করল দীপা। পৌঁছে গেল নদীর ধারে - সুবর্ণরেখা, ঘাটশীলায় প্রত্যন্তে বয়ে যাওয়া। সেবার ঘাটশীলার ট্রিপে একদল উজ্জ্বলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নদীর দিকে। যতবারই সুবর্ণরেখা দেখে ততবারই নতুন মনে হয় তার। গোরা নদীর দিকে তাকিয়ে নীল বলেছিল ফ্লবেয়ারের কথা। বারবার দেখা- কতবার নীলকে দেখেছিল সে। কয়েকবার আর তাতেই ফ্রেঞ্চ সেমিস্টার মাথায় উঠেছিল। ময়দানে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিভেজা চাতকের মতন অনন্ত তৃষ্ণায় তার ঠোঁট এগিয়েছিল। জীবনের প্রথম চুম্বন-সিলি। কত অপরিণত থাকে মেয়েরা বয়সন্ধি অতিত্রান্ত হলে। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে দীপা তখন তণী মাদমোয়াজেল। নীল জন্মদিনে প্রেজেন্ট করেছিল প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর প্রাক্ বৈবাহিক পত্রাবলী। নীল তখন ত্মপ্সপ্পন্দ্বব্দ প্লনব্দ. সে একটা বয়স যখন বই এর ক্যারেক্টার হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বড়লোকেরা কত ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে পারে ভাবা যায় না। লোকে পড়বে বলেই কি তারা এমন ভাবে লেখে। তখন মাদমোয়াজেলের ত্তক্স ট্রপ্পন হয়ে ওঠার প্রত্রিয়া শু হয়ে গেছে। ত্মপ্সপ্পন্দ্বব্দ প্লনব্দ এর সিগারেটের প্রতিটি টানে যেন এক অব্যত্ত ব্যাকুলতা- উথাল পাথাল সময়। 'একদা এমন বাদল শেষের রাতে...' কি দাণ লাগত সুধীন দত্তের লাইনটা- অথচ এখন কত বোরিং। নীল বলতো উদাও কন্ঠে। তাকে দেখে সহপাঠিনীরা আওড়াত লাইনটা। 'আগর্ আঁ তুরকে শিরাজি' - নীল বলতো হাফিজের লাল গালের কালো তিলটার বদলে দুটো শবর ছেনে দেবার কথা। তখন নীলকে বড় ন্যাকা লাগতো। কিন্তু যখন গড়ের মাঠে হয়ে যেত স্তেপের ল্যান্ডস্কেপ। অথবা যখন আউটরাম ঘাটে জাহাজের পাশে সূর্যাস্ত হত তখন তার মাউথ অর্গানে 'ছায়া ঘনাইছে ধীরে ধীরে' যেন সন্ধ্যাকে ডেকে আনতো। ঋত্বিকের গলায় বলত নীল 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। বিকেলের শেষ আলো মুছে গিয়ে আধো অন্ধকারের ঘেরাটোপ তখন স্বপ্নের রাজত্ব, ' সে আসে ধীরে' দীপা গেয়ে উঠতো আর গম্ভীর গলায় পাদপূরণ করত নীল 'যায় লাজে ফিরে'। রাত গভীর হলে সে হেঁটে যেত নীলের পিছনে পিছনে একেবারে নির্বাক - নেশাগ্রস্ত যেন। 'সেটি অবশ্য নীলই অভ্যাস করিয়ে ছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেঁস্তোরায়)। রাত জেগে চিঠি লিখত বিরাট বড় বড় চিঠি। অধিকাংশ লাইন তৈরি হত রবীন্দ্রসংগীতের লাইন দিয়ে - নোটেশন যেন তার নিজেরই। তারপর ভিক্টোরিয়ার রোদেলা দুপুরে একদিন নীল প্রস্তাব দিয়েছিল- সে লুফে নিয়েছিল। আসলে ত খন নীলকে ছাড়া ভাবাই যাচ্ছিল না। ফ্রেঞ্চ সেমিস্টার খতম- কলেজে পড়ানো বন্ধ- আপাততঃ- সিমলিপালের জঙ্গলে, ব্রীচেশ পরে বাইনোকুলার গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়া অজানা পথে-জীবনটাতো এ্যাডভেঞ্চারই। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনতো আর এ্যাডভেঞ্চার নয়, অতএব- বিয়ের দুবছরের মধ্যেই জীবনানন্দের অনুভবে 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'। নীলের কাগজে চাকরি, অতএব লেখকের গৃহিণীর কাজ কাগজের খবরদারি বারো হাত কাপড়ের (নীল সেসব ব্যাপারে একটু গোঁড়া ছিল আর দীপাও মেনে নিয়েছিল কারণ এটাও একটা এ্যাডভেঞ্চারিসম এবং ইন টু দি ডোমেসটিসিটি) আঁচলে চাবির গোছা দোলাতে দোলাতে তারপর হঠাৎই একদিন ঝাঁ চকচকে সকালে আছড়ে ফেলেছিল চাবির গোছা মাটিতে, নীল হতভম্ব হয়ে দেখেছিল- হরিষে বিষাদ। শাড়ি আর চাবির গোছা ফেলে আবার মদের গ্লাস এবং ফুল টু দি ব্রিঙ্ক। আর ঠিক তখনই দরজায় করাঘাত।

'আরে নীল যে'- মদির রক্তিম চোখে তাকালো দীপা। এ কি দেখছে সে। লেটেস্ট কোবরা জিন্স আর প্লেবয় গেঞ্জি-হালকা নীল চশমা- ফ্রেঞ্চ কাট কাঁচা পাকা দা

ড়ি- গলায় দূরবীন- দু আঙুলের ফাঁকে লম্বা সিগারেটের ধোঁয়া ওঠা। সে শীস দিতে দিতে ঢুকল। আঃ হোয়াট এ্যন্ অ্যাট্রাক্টিভ ইয়ং ম্যান।

'কাছেই আমাদের ক্যাম্প পড়েছে' নীল সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলো।

মানে - কাগজের অফিস .... দীপা অনেক চেষ্টা করেও না চমকে পারলো না। ' সেতো কবেই ছেড়ে দিয়েছি- লেখকদের মত এক্সট্রোভার্ট আর হ্যাংলা লোকেদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকা যায় না এখন শুধু স্পীড-জাস্ট অন দি রান'।

দীপা নীলের কথা শুনতে শুনতে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল, এ কি সেই নীল যাকে সে চিনতো। নীল তখনও বলে চলেছে ঃ 'সাইকেলে বেরিয়েছিলাম পৃথিবী ভ্রমণে জনের সঙ্গে। জনকে তুমিতো চেনো- সুবর্ণরেখার ধারে সেই নীল চোখের ছেলেটা .. সেই জিনিয়াস...' দীপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষ স্বভাবতই স্মৃতিপরায়ণ। জনের সঙ্গে আগে দেখা হলে জীবনটাই অন্য রকম হতে পারত।

আঃ স্কচ- ডেলিসিয়াস। তোমার টেষ্ট আছে দীপা'- একেবারে অনুমতির পরোয়া না করেই বোতল ফাঁকা করল গ্লাসে। গ্লাস ফাঁকা হয়ে গেল এক চুমুকে। নীলতো কখনও এরকম ভাবে মদ খেত না, দীপা ভাবছে....।

'জান, জন মিশরের মভূমিতে উটের পিঠ থেকে পড়ে কলার বোন্ ভেঙেছিল। আমার ডাক্তারীতে ওর হাড় জোড়া লাগে। তুমি ভাবতে পারবে না হাও এক্সটেনসিভ্লি মিড্ল ইস্ট ট্যুর করেছি আমরা। মিড্ল ইস্ট, এ্যান এ্যাবোড অফ ওয়ান্ডার। মমি, নীলনদ, কড়া মদ আর উদ্দাম মানবীরা'। নীল সিগারেট ফুঁকে চলল।

'তারপর' দীপা ভাবছে কেন নীলকে- এত নেশা আগে কখনও হয়েছে তার।

'তারপর এই মানালীতে আসা। জন হোটেলে থাকবে না। বিয়াসের ধারে জলপাই রঙের তাঁবু খাটিয়েছে আর আমি ঘুরতে, ঘুরতে এই হোটেলে ঢুকে পড়ি গলা ভেজাতে'

' ভেজানো হল'

'হলতো তোমার স্কচে'

আমার খোঁজ পেলে কি করে'

' নেহাতই কৌতুহলবশে হোটেলের রেজিস্টার ওল্টাতে ওল্টাতে তোমার নাম পেলুম'

'অদ্ভুত

'হাঁ দেখতে এলাম এ দীপা সেই দীপা কিনা'

'কি দেখলে'

'ইউ লুক সো অ্যাট্রাক্টিভ- কি করে রেখেছ এরকম ফিগার-জিমে যাও তুমি মাউথ অর্গান বাজাও না'

'ওঃ রাবিশ- দেখছি এখনও কলেজ গার্লের হ্যাংগওভার কাটেনি তোমার লেখ না'

'আরে দ্যুর- অল বোগাস- এখন জলপ্রপাতের ধারে গীটার বাজাই- ব্রেক নাচি'

দোহায় বাবা নাম কর

নীল এগিয়ে এসে দীপার হাত ধরল। দীপা যেন ভেসে যায় নির্জন সৈকতে। শরীর যেন নীলের হাতে গীটার। শূন্যতার ভিতরে যেন আকাশছোঁয়া নীল ঢেউ। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। একটু উষ্ণতা যেন। ঠিক তখনই ডোর বেলটা বেজে ওঠে ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

দীপা ধড়মড় করে ওঠে ....। ফায়ার প্লেসে আগুন নিভে গেছে। ভীষণ শীত করছে। মাথা ভার যেন জ্বর আসছে। চাদর জড়িয়ে দরজা খোলে। ওয়েটার।

কোই আয়া থা

নেহি তো

ডিনার দুঙ্গা

নেহি- গেট আউট

দীপা বিছানায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জোরে কেঁদে ওঠে। অনন্তের জন্য কান্না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com